ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

" জলবায়ু পরিবর্তন উপশম (Mitigation) বিষয়ে স্বপ্রণোদিত অঙ্গীকার ও প্রতিপালন: দক্ষিণ এশীয় অভিজ্ঞতাভিত্তিক পদ্ধতিগত পর্যবেক্ষণ"

শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর (FAQ)

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর: বৈশ্বিক জলবায়ু উষ্ণতা বৃদ্ধি রোধ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় ইউএনএফসিসিসি কর্তৃক আয়োজিত প্যারিস জলবায়ু সম্মেলনে (কপ ১৯) বিশ্বনেতারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তির অংশ হিসেবে বিশ্বনেতারা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী কার্বনসহ জিএইচজি গ্যাসের পরিমান প্রশমনের মাধ্যমে ২১০০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বর্তমানের চেয়ে অতিরিক্ত (সর্বোচ্চ) ২°সেলসিয়াসে মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার অঙ্গীকার করেন এবং সে অনুযায়ী চুক্তিতে স্বাক্ষরদানকারী রাষ্ট্রীসমূহ নির্ধারিত হারে কার্বন উৎপাদন হ্রাস করবে বলে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। এরই ধারাবাহিকতায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের প্রতিশ্রুত জিএইচজি উৎপাদন হ্রাসকরণের প্রক্রিয়া মূল্যায়ন এবং জিএইচজি উৎপাদন হ্রাসের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জনবান্ধব নীতি গ্রহণে জ্ঞানভিত্তিক সহায়তা প্রদানের জন্য এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ২: জিএইচজি কি?

উত্তর: 'গ্রিনহাউস গ্যাস' -কে সংক্ষেপে জিএইচজি বলা হয়। গ্রিনহাউস গ্যাসমূহ গ্রিনহাউস প্রভাবের মৌলিক কারণ। এর প্রভাবে বায়ুমন্ডলের তাপ শোষিত হয় এবং সেই তাপ নির্গমনের মাধ্যমে তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটে। পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে প্রাথমিক গ্রিনহাউস গ্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে- জলীয় বাস্প, কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড এবং ওজন।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার লক্ষ্য ও জিজ্ঞাসাসমূহ কি কি?

উত্তর: এই গবেষণার উদ্দেশ্য - জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় জিএইচপি নির্গমন প্রশমনে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের গৃহীত কৌশলসমূহ পর্যালোচনা করা এবং রাষ্ট্রীয় কৌশলসমূহে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির উপায়সমূহ চিহ্নিত করা। এই উদ্দেশ্য অর্জনে এই গবেষণায় নিম্নলিখিত প্রশ্নসমূহ বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে:

ক. দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের সরকারগুলো কি তাদের গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানোর প্রতিশ্রুত কৌশল অনুযায়ী কাজ করছে?

খ. গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের যে কৌশলসমূহের কথা দক্ষিণ এশীয় সরকারসমূহ উল্লেখ করেছে, অংশীজনের মতামত অনুযায়ী সেগুলোই কি সবচেয়ে বেশি কার্যকর পন্থা?

গ. গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমাতে দক্ষিণ এশীয় সরকারসমূহের পরিকল্পিত কার্যক্রম সম্পর্কে অংশীজনের মূল্যায়ন/মতামত কি?

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার পরিধি কি কি?

উত্তর: গবেষণাটি দক্ষিণ এশিয়ার ছয়টি দেশের (বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলংকা এবং মালদ্বীপ) প্রেক্ষিতে পরিচালিত হয়েছে। প্যারিস চুক্তিতে এই ছয়টি দেশের প্রতিশ্রুত জিএইচজি নির্গমন হ্রাস এবং জিএইচজি নির্গমন হ্রাসে এই ছয়টি দেশের অনুসৃত কৌশলসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণাটিতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হয়েছে-

ক. এই ছয়টি দেশের প্রতিশ্রুত জিএইচজি হ্রাস নীতিসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে

খ. প্রতিশ্রুতি অনুসারে বিভিন্ন অংশীজনদের সচেতনতার পর্যায় বিষয়ক ধারণায়ন

গ. রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিশ্রুত নীতিসমূহ পরীক্ষণ

ঘ. অংশীজনদের দৃষ্টিতে নীতি বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার মূল্যায়ন, এবং

ঙ. জিএফসি নির্গমন হ্রাসে বিকল্প নীতি বিবেচনা (যদি থেকে থাকে)

প্রশ্ন ৫: এই গবেষণার পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস কি?

উত্তর: এই দেশগুলোর অঙ্গীকার অনুযায়ী কার্বন নিঃসরণ বা গ্রিনহাউস গ্যাস কমানোর কার্যক্রমগুলোর তালিকা বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে প্রধানত: দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে, ক. সরকার ও গবেষকগণ - যারা একটি দেশের নীতি কাঠামো প্রণয়নের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত প্রণেতা বা উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করে; এবং খ. বেসরকারি খাত ও সুশীল সমাজ (এনজিওসহ) যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নীতিমালা ও আইনি পরিবেশের ওপর নজরদারি করে অথবা নিজেদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য নীতিমালা পরিবর্তনের জন্য তদবির করে।

প্রশ্নপত্র তৈরির পর তা পূরণের জন্য ওয়েব লিংকের মাধ্যমে বাংলাদেশ, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় নির্বাচিত অংশীজনদের কাছে ই-মেইল পাঠানো হয়। অংশীজনের বিভিন্ন প্রকারভেদ অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৬৪, নেপালে ৮০, মালদ্বীপে ৬১, ভারতে ৫৮, শ্রীলঙ্কায় ৬৩ ও পাকিস্তানে ৫০ টি প্রতিষ্ঠানকে চিঠি পাঠানো হয়। এই তালিকায় উত্তরদাতাদের সুনির্দিষ্ট তালিকায় রয়েছে : সরকারি কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের সদস্য/এনজিও, পরিবহন অপারেটর, জ্বালানি উৎপাদক/পরিবেশক/প্রেরক/ নিয়ন্ত্রক/কমিশন, শিল্প মালিক/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিবেশবিদ, জলবায়ু বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ/গবেষক, বাণিজ্য সংগঠন এবং অন্যান্য। চূড়ান্তভাবে সর্বমোট ১৪০টি প্রশ্নমালার জবাব পাওয়া যায় এবং তা ফলাফল বিশ্লেষণে ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন ৬: এই গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা করা হয়েছে কি?

উত্তর: এ গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

উত্তর: প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত তথ্য, পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য গবেষণাভুক্ত ছয়টি দেশের প্রেক্ষিতে প্রযোজ্য।

প্রশ্ন ৮: গবেষণা ফলাফলে কোনো সাধারণীকরণ করা হয়েছে কি?

উত্তর: এটি একটি গুণগত গবেষণা, বিধায় প্রাপ্ত তথ্যের দ্বারা কোনো সাধারণীকরণ করা হয়নি, তবে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল বিদ্যমান অবস্থার একটি দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

প্রশ্ন ৯: এই প্রতিবেদনটির জন্য সংগৃহীত তথ্য সংগ্রহের সময়কাল কি?

উত্তর: বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও মালদ্বীপে ২০১৬ সালের ১৭ নভেম্বর থেকে ২০১৭ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তথ্য সংগ্রহ সম্পন্ন করা হয়। শ্রীলঙ্কায় ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ এবং পাকিস্তানে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তথ্য সংগ্রহ শুরু হয় এবং উভয় দেশে তথ্য সংগ্রহ শেষ হয় ২০১৭ সালের এপ্রিলে।

প্রশ্ন ১০: টিআইবি'র মতে এই প্রতিবেদনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় উঠে এসেছে?

সাধারণভাবে যুক্তি দেওয়া হয় যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সম্পদ অপ্রতুল। তাই সরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে সরকারি পণ্যের যোগান বৃদ্ধির মাধ্যমে জ্বালানি দক্ষতা অর্জন সম্ভব। যেমন, বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার, নগরে জ্বালানির পরিবর্তন, যাতায়াত ব্যবস্থা, জ্বালানি উৎপাদন সহ নগর অবকাঠামোতে বিনিয়োগ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। গবেষণায় দেখা যায়, ছয়টি দেশের সবগুলোই এ ধরনের কৌশল প্রণয়ন করেছে যেখানে বড় আকারের বিনিয়োগ দরকার। সবগুলো দেশেরই কার্বন নি:সরণ কমাতে শিল্পোন্নত দেশের সহায়তা প্রয়োজন। এই গবেষণার জরিপে অংশগ্রহনকারিদের নিকট হতে বিকল্প প্রস্তাবও এসেছে। প্রাপ্ত তথ্য মতে, গ্রীণহাউজ গ্যাস নি:সরণে সরকার এবং বেসরকারি অংশীজনের মধ্যে তেমন বিরোধ না থাকলে, আইএনডিসি এ উল্লিখিত প্রতিশ্রুতি নিয়ে সরকারি এবং বেসরকারি অংশীজনের ধারণার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, অংশীজন কর্তৃক সুপারিশকৃত সবচেয়ে ভালো ১৮টি নীতির মধ্যে ১১টিই বাজার নির্ভর প্রণোদনা ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, একটি নিয়ন্ত্রণমূলক প্রণোদনার সঙ্গে সম্পর্কিত, একটি সচেতনতামূলক কার্যক্রমের সঙ্গে এবং বাকি ৫টি বিনিয়োগের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তবে, মৌলভিত্তি সম্পন্ন বিনিয়োগের প্রতিটিতে বেসরকারি খাতের প্রধান/গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। স্পষ্টভাবেই, এই গবেষণার ফলাফল দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে প্রশমনের জন্য সরকারি কৌশলে বিকল্প ধারণা/দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছে। এসব দেশে দুর্নীতির ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, দক্ষিণ এশিয়ায় কার্বন নি:সরণ কমানোর একটি সফল পদ্ধতি হবে আর্থিক প্রণোদনা ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন ও ভোগ ব্যবস্থাকে অধিকতর জ্বালানি সাশ্রয়ী করার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

প্রশ্ন ১১: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত সকল প্রতিবেদন সকলের জন্য উন্মুক্ত। ইতোমধ্যে সংবাদ সম্মেলনে প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ উপস্থিত সকলের মধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া একই দিনে মূল প্রতিবেদনসহ সার-সংক্ষেপ টিআইবি'র ওয়েবসাইটে (www.ti-bangladesh.org) প্রকাশ করা হয় এবং যেকোনো ব্যক্তি ই-মেইলে (info@ti-bangladesh.org) বা সরাসরি টিআইবি অফিস থেকে প্রতিবেদনটি সংগ্রহ করতে পারেন।

###